দারিদ্র্য ও আমাদের সমাজ

যুথিকা বড়ুয়া

সারাবিশ্বে বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আবহাওয়ার দুর্যোগপূর্ণ দেশ হিসেবে পরিচিত। আর ঘূর্ণিঝড় যে আবহাওয়া দুর্বিপাকের অন্যতম তা বলার অপেক্ষা রাখেনা! আমরা প্রায় প্রত্যেকেই কম বেশী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই অভিজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ত। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড়ের নির্মম শিকার হচ্ছে বারবার। একবারের প্রচন্ড আঘাতে বিপর্যস্ত অসহায় মুমূর্ষ্য মানুষগুলো পূনর্বাসনে স্বাবলম্বী হতে না হতেই আর একটা ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস বা সিডরের মতো প্রলয়ঙ্করী প্রাকৃতিক দুর্যোগে পুনরায় মুখ থুবড়ে পড়ছে। *মেরি গো রাউন্ডের* এই চক্রে বাংলাদেশ ঘুরছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

বাংলাদেশে ধনী ও প্রভাবশালী মানুষের চেয়ে তূলনামূলকভাবে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সংখ্যা অনেক বেশী। তার মধ্যে অধিকাংশই হতদারিদ্র্য, বলতে গেলে গৃহ ও সহায় সম্বলহীন। অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করা তো দূরের কথা, প্রতিনিয়তই তাদের অভূক্ত, অনিদ্রায়, অর্ধাহারে জীবনযাপন করতে হয়। এরা আমাদের তথাকথিত সভ্যসমাজে নিগৃহীত, অবহেলিত এবং নিপীড়িত। নিজস্ব মাটিতে মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াবার এদের ক্ষমতা নেই। ফুটপাতে কিংবা অখ্যাত পল্লীতে গাছের ছাল-বাকল আর ছেঁড়া বস্তা দিয়ে তৈরী এদের অনেকেরই বাস স্থান, পাখীর বাসার মতো ঘুপচি একটা কোণ এদের ঘর-বাড়ী। ভাগ্যবিড়ম্বণায় এরা পদে পদে অপদস্থ, মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত । এরা যে কিভাবে জীবনযাপন আর জীবিকা নির্বাহ করে, পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে কোন উপায়ে, কেইবা রাখে তাদের সে খবর!

১৯৯৭ সনের আষাঢ় মাস। ঘোরতর বর্ষাকাল। সেদিন ঊষালগ্নেই ঘনিয়ে এসেছিল অন্ধকার! গুমোট মেঘাচ্ছন্ন আকাশ! চার দিক নীরব নিস্তব্ধ! বাতাস থেমে গেছে। পাখীর কলোরব নেই! ঠান্ডা আবহাওয়া। শুরু হয় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। যাচ্ছিলাম শর্টকাট পথ ধরে ট্রেন ধরবো বলে। হঠাৎ শুনি, মানুষের কোলাহল, চিৎকার-চেঁচামেচি। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি, এক বিশাল দালান বাড়ির প্রাঙ্গনে প্রচন্ড ভীড়। লোকে লোকারণ্য। খুব হৈচৈ হচ্ছে সেখানে। কিছু মাস্তান গোছের ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে বলছে, -'ধর চুলের মুটি, বেটি দু-চার ঘা খেলেই অনায়াসে মুখ দিয়ে বুলি উতরে আসবে!'

আমি থমকে দাঁড়ালাম! লোকের কানাঘুষোয় অবগত হলাম, শিশু অপহরণের দায়ে একটি মহিলাকে আটক করেছে! ভাবলাম, এ আর নতুন কি! দিনকাল কবেইবা ভালো ছিল! অহরহই তো এমন ঘটনা ঘটছে চতুর্দিকে। তবু স্বভাবসুলভ কারণে মহিলা চোরকে স্বচোক্ষে দেখবার ইচ্ছাটা আমার প্রবলভাবে জেগে উঠল! খানিকাটা কৌতূহলেই দ্রুত গিয়ে দেখলাম, বহুদিনের পুরানো ময়লা ছেঁড়া বস্ত্র পরিহিতা একটি মহিলা একহাত ঘোমটা টেনে বসে আছে! ওর কোলে কাঁথা জড়ানো একটি ছোট্ট দুগ্ধপোষ্য শিশু। ওর দু'হাতে একগোছা রং-বেরং-এর প্লাষ্টিকের চুড়ি! পায়েও কবেকার স্যাঁওলাপড়া হাওয়াই চটি! নোংরা কতগুলো বড় বড় নখ! পা-দুটোও ফুলে ফেঁপে উঠেছে! বোঝা যাচ্ছে, বেশ কয়েকদিন জলে ডুবেছিল! আঙ্গুলের ফাঁক-গুলোকেও জলে খেয়ে ঘা করে ফেলেছে! ওর পা বেয়ে অনবরত ঝরছে বিন্দু বিন্দু রক্তকণা ।

আপাতদৃষ্টিতে মহিলাটিকে ভিখেরীর মতোই লাগছিল! কেউ বলছে, -'কূলটা, পাপীষ্ঠা!' আবার কেউ কেউ বলছে, 'চোরনি, পালিয়ে যাচ্ছিস কোথায়? বল্ কোথা থেকে বাচ্চা চুরি করেছিস? কাদের বাচ্চা চুরি করেছিস শীগ্‌গিরী বল, নয়তো এক্ষুণি তোকে পুলিশে ধরিয়ে দেবো!'

পুলিশের নাম শুনেই মেয়েটি থর্‌থর্ করে কাঁপতে শুরু করে! ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে বাচ্চাটিকে শক্তহাতে চেপে ধরে জড়োসড়ো হয়ে বসে! কিন্তু উত্তেজিত জনতার দল নাছোড়বান্দা! মারধোর করবার হুমকি দেখায়। অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। রীতিমতো প্রস্তুতি নিয়ে তেড়ে আসতেই মহিলাটি কাঁন্নাজড়িত কণ্ঠে আর্তচিৎকার করে ওঠে,-'আমি চোর নই বাবু। চোর নই। আমি সরলা। ও' আমারই বাচ্চা! কত্তকষ্টে নয়টামাস প্যাটে রাইখ্যা আমিই জনম দিছি অরে! আমিই ওর মা।'

শিশুটিকে বাহুবেষ্টন করে আলিঙ্গনে জোরে চেপে ধরে বুকে। গভীর মমতায় ওর কপালে একটা চুম্বন করে বলে, - 'সংসারে আমাগো কেউ নাই গো বাবু! সব বানের জলে ভাইস্যা গ্যাছে! আমারে দয়া করেন!'

হ্যাঁ, ঐ মহিলাটিই প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে কবলিত সর্বহারা এক হতভাগী মা জননী। যার নাম সরলা! জরা-জীর্ণের মতো রুগ্ন শরীর। বয়সের তুলনায় অকালেই বুড়িয়ে গেছে! চোখ-মুখ গর্তে ঢুকে গেলেও খুটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, যৌবনের প্রাক্কালে কম সুন্দরী ছিলনা! ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে অনাদরে অবহেলায় ময়লার আবরণে ওর লাবণ্যময় সৌন্দর্য্য একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেছে! ঘটা করে না হলেও রীতিমতো পুরোহিত ডেকে শাস্ত্র মতেই ওর বিয়ে হয়েছিল, পার্শ্ববর্তী গ্রামের একটি অসমর্থ দুর্বল লুলা ল্যাংড়া তরুণ যুবক নন্দলালের সাথে!

খাঁটি সোনা যেমন বেঁকে গেলেও তার মূল্য কমে যায়না তেমনিই একজন পুরুষমানুষ শত কালো, কুৎসিৎ কিংবা বিকলাঙ্গ হলেও তার পুরুষত্ব কখনো কমে যায়না! আর গেলেও সরলার মতো মেয়ের তাতে কিইবা এসে যায়! বরং ওর জন্য শাপে বরই হয়েছিল! আর তা'ছাড়া বিমাতা কর্তৃক অমানবিকভাবে নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হয়ে অর্ধাহারে জীবনযাপন করার চাইতে লুলা ল্যাংড়া স্বামীর ঘর-সংসার করাতো ঢের ভালো! এ তো পরম সৌভাগ্য সরলার! বিধাতার অসীম দয়া! নইলে ওর মতো সহায় সম্বলহীন, দরিদ্র, অশিক্ষিত মেয়ের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, জীবনসাথী পাওয়া, স্বামীর সোহাগী হওয়া এবং তার হৃদয় নিঃসৃত ভালোবাসা পাওয়া, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা! স্বপ্নেও তো ভাবতে পারেনি কোনদিন সরলা!

নন্দলাল ক্র্যাচ্ ছাড়া চলতে পারতো না। জীবন ও জীবিকার তাগিদে শুধুমাত্র মৌলিক চাহিদা মেটাতেই ওকে হিমশিম খেতে হতো। তবু ওর মনের শক্তি ছিল প্রকট! ভারসাম্যহীনতায় কখনোও ভেঙে পড়েনি! বাজারে ডাব বিক্রি করতো। এক হাতেই গরুর গাড়ির মতো ধিক্‌ধিক্ করে ঠেলাগাড়ি টানতো! ঘরে হাঁস-মুরগীও পালাতো! যার দেখাশোনা করতো সরলা! তা দিয়েই ওদের দু'টো পেট কোনরকমে চলে যেতো! কোনদিন অর্ধাহারেও কাটাতে হতো। তবু অসন্তোষ, অভিযোগ কিছুই ছিল না! ছিল পরিপূর্ণ সুখ, শান্তি! আর ছিল সরলার অনাবিল মুখের অনিন্দ্য সুন্দর হাসি! যা কখনোও ম্লান হতো না! থাকতো খড়-কূটোর ছাউনি দেওয়া ছোট্ট একটি মাটির কুঁড়েঘরে। যেখানে প্রত্যেক বছর বন্যার জলে ধস্ নেমে

গৃহহীন হয়ে পড়ে গ্রামের শত শত অসমর্থ দুর্বল মানুষ! মারাও যায় অনেকে! আর যারা অর্ধমৃত অবস্থায় বেঁচে থাকে, তারা সর্বস্ব নিঃশ্ব হয়ে এতিমের মতো অন্ন-বস্ত্র আর আশ্রয়ের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় গ্রামে গঞ্জের পথেঘাটে, শহরের অলিতে-গলিতে, অখ্যাত জনপদে! যেখানে প্রতিনিয়তই প্রবঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হয় গৃহহীন, আশ্রয়হীন অগণিত অভূক্ত মানুষের জীবন!

সেবার হ্যারিকেনের প্রচন্ড ঘূর্ণায়মান বাতাস, প্রবল বর্ষণ ও জলোচ্ছ্বাস সরলার স্বামী, ঘর-সংসার, হাঁস-মুরগী সব ভাসিয়ে নিয়ে যায় গন্তব্যহীন অনিশ্চিত মোহনায়। সেদিন নিরুপায় হয়ে নবজাত শিশুর প্রাণ বাঁচাতেই গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছিল সরলা ছোট্ট একটা আশ্রয়ের সন্ধানে। চলে এসেছিল, ওর বৈবাহিক জীবনের বিশ্বাস-ভালোবাসার সকল বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে।

ঘুপচি ঘরের নিঃভৃতে জন্ম নিয়েছিল সরলার প্রথম প্রেম আর ভালোবাসা! কত আশা বুকে নিয়ে সাজিয়ে ছিল সে ওর নতুন সংসার! গড়ে তুলেছিল স্বর্গসুখ! কতনা স্বপ্নীল আকাঙ্খা সঞ্চিত হয়েছিল ওর মনের মণিকোঠায়! অথচ ভাগ্যের নিমর্ম পরিহাসে অচিরেই হারিয়ে ফেলল সে মনের সব শক্তি! যখন জীবনের নিষ্ঠুর পরিণতির পূর্বাভাষে বুঝতে পেরেছিল, প্রকৃতির নিমর্মতায় আজই বন্যার জলে ভেসে যাবে ওর সোনার সংসার! ভেসে যাবে ওর দেবতূল্য স্বামী নন্দলাল। যার ছুটে পালাবারই ক্ষমতা নেই! হয়তো কোনদিন আর দেখা হবেনা নন্দলালের সঙ্গে! ওকে কোথায় যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, কোনো পাত্তাই পাওয়া যাবেনা! হয়তো লেপটে থাকবে গাছের লতাপাতার সঙ্গে! হয়তো বা সেখানেই দম আঁটকে মরে পড়ে থাকবে। যাকে সনাক্ত করবার মতো কিংবা জীবিত না মৃত তা অনুসন্ধান করবার মতোও কেউ থাকবে না! এইতো সম্বলহীনের জীবন। গরীর ঘরে জন্ম নেওয়া যে কতবড় অভিশাপ, তা সরলারা জীবন দিয়েই উপলব্ধি করে। সরলার ভাবতে ইচ্ছা করে, তার এই জন্মের সত্যিই কি কোন প্রয়োজন ছিল?

ভেবেছিল, শহরে গিয়ে কূল-কিনারা একটা নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে! মাথা গোঁজার মতো একটুখানি আশ্রয় হয়তো কোথাও জুটে যাবে! সন্তানই তার একমাত্র সম্বল! যার মুখ চেয়ে জীবনের সব দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে যাবে সরলা! ভুলে যাবে ওর অতীত! ভুলে যাবে স্বামী নন্দলালকেও! দুঃখই যার নিত্যসঙ্গী, সে অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারবে অনিশ্চিত জীবনের বাকী দিনগুলি! কিন্তু মুখে বলা যত সহজ, বাস্তব ততই কঠিন!

বলতে বলতে অসহায় দুর্বল স্বামী নন্দলালের বিমূঢ়ম্লান মুখখানা চোখের পর্দায় হঠাৎ ভেসে উঠতেই গহীন বেদনায় বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো সরলার। শোকে বিহ্বলে দু'হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে আর্তচিৎকার করে বিলাপ করে উঠে, -'আমি তারে একলা ছাড়ি আইছি! পারি নাই রক্ষা করতে! আমি যে বচন দিছিলাম, সারাজীবন তার পাশে থাকুম! আপদে বিপদে তারে দেখুম, রক্ষা কুরুম! আমি পারি নাই তারে বাঁচাইতে! আমি বড়ই নিষ্ঠুর, স্বার্থপর! আমারে ক্ষমা করো প্রভু! বাচ্চাটারে দয়া করো! আমারে পথ দেখাও!'

কিন্তু সঠিক মঞ্জিলে পৌঁছনোর সুগম পথ কে দেখাবে সরলাকে? সমাজ বড় কঠোর, নিষ্ঠুর, আবেগহীন। সংশয় আর সংকটের প্রকোষ্ঠে কারাবন্দী। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ধূর্ত প্রতারকের প্রতারণায় প্রতারিত হতে হতে করুণা, মায়া-মমতা, বিশ্বাস আর ভালোবাসা আজ সমাজ থেকে বিলুপ্তির পথে । বড়ই অশান্ত,

উদ্বেলিত, অস্থিতিশীল এই অবস্থান। সহসা বিগলিত হয়না। নির্দোষ মানুষ দোষী সাবস্ত হচ্ছে! কূলটা, পাপিষ্ঠা, প্রতারকের মিথ্যে অপবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই এদের। করজোড়ে অনুনয় বিনয়, আর্তনাদে কর্ণপাত করবে কে?

সমাজে আজ ভ্রাতৃত্ববোধের অভাব, মানবতার অভাব। অসহায় মানুষগুলির দুর্বলতার সুযোগে ছলে-বলে-কৌশলে শোষিত হচ্ছে সম্বলহীন নিঃস্ব মানুষ। ধনী বিত্তবানরা আরো ধনী হচ্ছে। আর সরলার মতো প্রতিবছরই ঘূর্ণিঝড়, হ্যারিকেন আর সিডরের তান্ডবে অসংখ্য গৃহহীণ আশ্রয়হীণ অসহায় দুর্বল নর-নারী সরলার সাথে শহরের ফুটপাতে এসে আশ্রয় নিচ্ছে, নিঃগৃহীত হচ্ছে। পেটের জ্বালায় নিজের মান-সম্ভ্রম বির্সজন দিয়ে অখ্যাত কুখ্যাত পল্লীর অলি-গলিতে বসে ভিক্ষে করছে! কেউ লোকের এঁঠো বাসন-পত্র ধুয়ে মেজে অন্ন যোগাচ্ছে! দু'বেলা(?) পেট ভরছে! কেউ কূলি বিত্তি করে পাখীর ছানার মতো নিজের সন্তানদের মুখে আহার তুলে দিচ্ছে! আর কেউ কেউ অর্থের বিনিময়ে নিজের শরীরটাই বেঁচে দিচ্ছে দয়া-মায়াহীন, হৃদয়হীন নিষ্ঠুর পাষন্ডের হাতে! এদের ঠাঁই কোথায়? কি এদের ভবিষ্যৎ ? কে দেবে সাহারা ? কে নেবে দায়িত্ব ? কি হবে সার্বিক পরিণাম ?

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডা প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।
guddi_2003@hotmail.com